যুগান্তর

তারিখ 09 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে : চাপা উত্তেজনা, কালোব্যাজ ধারণ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

চাপা উত্তেজনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার খুলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাস খোলার প্রথম দিনই কারাবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তি প্রশ্নে শিক্ষক-ছাত্ররা কালোব্যাজ ধারণ, মৌন মিছিল, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। আজও শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে মৌন অবস্থান এবং ছাত্ররা ক্লাস বর্জনসহ কলা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে। আগামীকাল কলা ভবন থেকে কার্জন হল পর্যন্ত মানববন্ধনেরও ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া শিক্ষকরা আজ স্বেচ্ছায় কারাবরণের মতো কর্মসূচিও ঘোষণা করতে পারেন। এছাড়া শিক্ষক মুক্তি প্রশ্নে নীল ও সাদা দল নিজ নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করে লিফলেট বিতরণ ও সংবাদ সম্মেলন করেছে। ক্যাম্পাস খোলাকে সামনে রেখে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ছিল সতর্ক। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে সাদা পোশাকের পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়। এদিকে কারাবন্দি শিক্ষক-ছাত্রদের প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ আজ প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বেলা ১১টায় সময়সূচি নির্ধারিত হয়েছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা যায়। তবে উপাচার্য রাতে যুগান্তরকে জানান, সময়সূচি এখনও নির্ধারিত হয়নি। অন্যদিকে শাহবাগ থানায় আরেকটি মামলায় সোমবার দেয়া চার্জশিট প্রসঙ্গটি ধারণ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩ ● ছবি : পৃষ্ঠা ৬৬

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছিল মঙ্গলবারের 'টক অব দ্য ক্যাম্পাস'। বিশেষ করে একটি জাতীয় দৈনিকের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির নাম চার্জশিটে থাকার ঘটনা নিয়ে ক্যাম্পাসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকরা যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন।

পবিত্র ঈদুল আজহা, বড়দিন ও শীতকালীন ছুটি শেষে ২৪ দিন পর মঙ্গলবার খুলেছে ক্যাম্পাস। গত ৯ ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় ১০ ডিসেম্বরের পূর্বঘোষিত মৌন অবস্থান কর্মসূচি স্থগিতের পর থেকে কারাবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে জোরালো আলোচনা চলছিল। সে অনুযায়ী বিদায়ী শিক্ষা উপদেষ্টার আশ্বাস এবং শিক্ষক নেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী ঈদুল আজহার আগে শিক্ষকদের মুক্তির প্রসঙ্গটি আলোচনায় ছিল। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন ইতিবাচক লক্ষণ না দেখে ৩০ ডিসেম্বর জরুরি সাধারণ সভায় মিলিত হন শিক্ষকরা। ওইদিন শিক্ষক মুক্তি প্রশ্নে কর্মসূচি ঘোষণার ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয় সাদা ও নীল দল। ফলে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় সাধারণ সভা। এ অবস্থায় পরের দিন ৩১ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে নীল দল সরকারকে এক সপ্তাহ সময় দেয় শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। এছাড়া শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও কর্মসূচি পালন করে আসছিল একই ইস্যুতে। সে অনুযায়ী ক্যাম্পাস খোলার আগে ছাত্র-শিক্ষক উভয় পক্ষই কারাবন্দিদের মুক্তির প্রত্যাশা করে। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেও তাদের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন হয়নি।

এ অবস্থায় শিক্ষক-ছাত্ররা ক্যাম্পাস খোলার দিনই কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার নীল ও গোলাপিপন্থী শিক্ষকরা কালোব্যাজ ধারণ করেন। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় ক্লাস। কলা ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জ, কার্জন হল, সায়েন্স এনেক্স, বিজনেস স্টাডিজ ভবনসহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা গেছে, ৮টার ক্লাসেই শিক্ষকরা কালোব্যাজ ধারণ করেছেন। শিক্ষক লাউঞ্জগুলোতে সংরক্ষিত ছিল এসব ব্যাজ। অনেকে ব্যাজ পরে দীর্ঘক্ষণ লাউঞ্জে গল্পও করেন। বিভাগের অধ্যাপক এসএম আকাশ সাংবাদিকদের বলেন, তারা চাচ্ছেন সম্মানজনক পদ্ধতিতে শিক্ষকদের মুক্তি। সরকার ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে আশ্বাস দেয়ায় কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন তারা বাধ্য হয়েই কর্মসূচিতে গেছেন। তিনি বলেন, আগামীকালের (আজ) কর্মসূচি শেষে তারা স্বেচ্ছায় কারাবরণসহ অন্যান্য কর্মসূচির ব্যাপারে আলোচনা করবেন। জানা গেছে, আজ বেলা ১১-১২টা পর্যন্ত অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শিক্ষকরা মৌন অবস্থান করবেন।

নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীর ব্যানারে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বেশকিছু সাধারণ ছাত্রছাত্রী কালো ব্যাজ ধারণ ও মৌন মিছিল এবং সচেতন শিক্ষার্থীদের ব্যানারে হিযবুত তাহরীরের ছাত্র সংগঠন ছাত্রমুক্তির নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। মধুর কেন্টিন থেকে সকাল থেকেই ব্যাজগুলো পরে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যায়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা ক্যাম্পাসে একটি মৌন মিছিল বের করে। মিছিলটি মধুর কেন্টিন থেকে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও কলা ভবন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে এক বৈঠকে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা মামলা প্রত্যাহার ও ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কালো ব্যাজ ধারণ, ক্লাস বর্জন, কলা ভবনের সামনে অবস্থান এবং বৃহস্পতিবার কলা ভবন থেকে কার্জন হল পর্যন্ত অবস্থান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়। এ ব্যাপারে আহমেদ রাজু স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০-২১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় আটককৃত শিক্ষক ও সারাদেশের আটককৃত ছাত্রদের এখনও মুক্তি দেয়া হয়নি। পাশাপাশি এ নিয়ে সরকার নানারকমের টালবাহানা ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ ছাত্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করেছে। বিবৃতিতে কারাবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির পাশাপাশি চার্জশিট থেকে থেকে নাম প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়।

সাদা দলের সংবাদ সম্মেলন

এদিকে সন্ধ্যায় টিএসসিতে এক সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা। এতে তারা ঘোষণা করেন, চলমান প্রক্রিয়ায় সুস্ততম সময়ের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির ফয়সালা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ায় [illegible] সংলগ্নতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সময় পরিচালক [illegible] এতে শরীক। সম্প্রতি চিকিৎসকের [illegible] তাদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকবে। আশা [illegible] এই মনোভাব আগামীতে আরও

কালোব্যাজ

বিবৃতিতে দাবি করেছেন, শাহবাগে সেনাসদস্যের গাড়ি পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত না থাকার পরও অভিযোগনামায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি এর প্রতিবাদ জানিয়ে নাম প্রত্যাহার দাবি করে বলেন, একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী হওয়াই চার্জশিটে তার নাম জড়ানোর কারণ। ঘটনার দিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। ওই সময় ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা নিয়ে আওয়ামী লীগ আয়োজিত কর্মসূচিতে তারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যার প্রমাণ টিভি ফুটেজে পাওয়া যাবে। এছাড়া মামলার অপর অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা সিদ্দিকী নাজরুল আলমও ঘটনায় তার সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করেছেন।

ছাত্র সংগঠনগুলোর বিবৃতি

শাহবাগে পাড়ি পোড়ানোর মামলায় সোমবার দাখিলকৃত চার্জশিট থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নাম প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগ (ম-ত), ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সংগঠন। পৃথক বিবৃতিতে তারা এছাড়াও কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তিও দাবি করেছে।